Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ইপিজেড

নির্বাচনি পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের নমুনা প্রশ্নোত্তর পর্ব- ০১

🌈প্রশ্ন: ০১। উদাহরণসহ বাংলা অ- ধ্বনি উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম লেখো।

১ নম্বর প্রশ্ন উত্তর:

১. শব্দের আদ্য অ এর পরে য- ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে এর উচ্চারণ সাধারণত ও এর মত হয়।

যেমন: গদ্য- গোদ্ দো, কল্যাণ- কোল্ লান্

২. আদ্য অ- এর পরে ক্ষ থাকলে সে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়।

যেমন- দক্ষ- দোক্ খো, লক্ষণ- লোক্ কোন্ ।

৩. মধ্য 'অ' এর আগে যদি 'অ' থাকে তবে সেই মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' এর মতো হয়।

যেমন- যতন- জতোন্ , কমল- কমোল্

৪. মধ্য 'অ' এর আগে 'আ' থাকলে সেই মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ ও এর মতো হয়।

যেমন- কানন- কানোন্ , ভাষণ- ভাষোন্

৫. শব্দের শেষে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে শেষের 'অ' সাধারণত ও এর মতো উচ্চারণ হয়।

যেমন- বক্ষ- বোক্ খো , শক্ত- শক্ তো ।

🌈প্রশ্ন: ০২। এ ধ্বনির উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

২ নম্বর প্রশ্ন উত্তর:

১. তৎসম শব্দের এ- এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন: বেদনা- বেদোনা , দেবতা- দেবোতা।

২. আদ্য 'এ' এর পরে 'অ' বা 'আ' থাকলে 'এ' এর উচ্চারণ 'অ্যা' এর মতো হয়।

যেমন: এক- অ্যাক্ , তেমন- ত্যামোন্।

৩. এ কার যুক্ত ধাতুর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দের আদ্য এ- 'অ্যা' এর মতো উচ্চারণ হয়।

যেমন: খেল্ + আ= খেলা- খ্যালা , বেল্ + আ = বেলা- ব্যালা।

৪. শব্দের শেষে এ- এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন: পথে, ঘাটে, হাটে,

৫, একাক্ষর সর্বনাম পদের এ সাধারণত অবিকৃত এ রূপে উচ্চারণ হয়। যেমন - কে, সে, মে, রে।

Edit with WPS Office

🌈প্রশ্ন: ০৩। উদাহরণসহ ব- ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

০৩ নম্বর প্রশ্ন উত্তর

১. শব্দের আদ্য ব- ফলা অনুচ্চারিত থাকে। যেমন- দ্বিতীয়- দিতিয়ো, ত্বক- তক্, জ্বালা- জালা।

২. শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে ব- ফলা থাকলে ব ফলা উচ্চারিত না হয়ে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।

যেমন- বিশ্ব- বিশ্ শো, বিদ্বান- বিদ্ দান্, অশ্ব- অশ্ শো।

৩. যুক্তব্যঞ্জন এর ব ফলা অনুচ্চারিত থাকে। যেমন: উজ্জ্বল- উজ্ জল্,

উচ্ছ্বাস- উচ্ ছাশ্, তত্ত্ব- তত্ তো।

৪. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব- ফলা অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন: উদ্বোধন- উদ্ বোধন্,

উদ্বেগ- উদ্ বেগ্, দিগ্বিজয়- দিগ্ বিজয়্।

৫. 'ব' এবং 'ম' এর সাথে ব ফলা যুক্ত হলে সে 'ব' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।

যেমন: সাব্বাশ- সাব্ বাশ্, লম্বা- লম্ বা, নব্বই- নব্ বই।

🌈প্রশ্ন: ০৪। উদাহরণসহ ম- ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

০৪ নম্বর প্রশ্ন উত্তর

১. শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ম- ফলা যুক্ত হলে সাধারণত সেই ম অনুচ্চারিত থাকে।

যেমন: স্মরণ- শঁরোন্, শ্মশান- শঁশান্।

২. শব্দের মধ্যে বা শেষে ম- ফলা যুক্ত হলে সংযুক্ত ব্যঞ্জন এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়ে থাকে।

যেমন: ছদ্ম- ছদ্ দোঁ, পদ্মা- পদ্ দোঁ, রশ্মি- রশ্ শিঁ।

৩. গ, ঙ, ট, ন, ণ, ম, ল এই বর্ণগুলোর সাথে ম- ফলা যুক্ত হলে 'ম' এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকবে।

যেমন: যুগ্ম- যুগ্ মো, বাঙ্ময়- বাংময়্, জন্ম- জন্ মো, গুল্ম- গুল্ মো।

৪. যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ম- ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন: সূক্ষ্ম- শুক্ খোঁ,

লক্ষ্মণ- লোখ্ খোঁন্, যক্ষ্মা- জোক্ খাঁ

৫. ম- ফলা যুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে।

যেমন: কুষ্মাণ্ড- কুশ্ মান্ ডো, সুস্মিতা- শুশ্ মিতা।

Edit with WPS Office

প্রশ্ন: ০৫। হ- সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ রীতির পাঁচটি নিয়ম লেখো।

০৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

১. হ্ন: এটি 'ন' এর মহাপ্রাণ রূপ। উচ্চারণ ইংরেজি nh এর মতো। এতে 'ন' দুবার উচ্চারিত হয়- প্রথমবার অল্পপ্রাণ 'ন', দ্বিতীয়বার মহাপ্রাণ 'ন'। যেমন- অপরাহ্ন- অপোরান্nho, চিহ্ন- চিন্nho

২. হ্ম: এটি 'ম' এর মহাপ্রাণ রূপ। উচ্চারণ ইংরেজি mh এর মতো। এতে 'ম' দুবার উচ্চারিত হয়। প্রথমবার অল্পপ্রাণ ম দ্বিতীয়বার মহাপ্রাণ ম ।যেমন: ব্রাহ্মণ- ব্রাম্ mhon্ , ব্রহ্ম- ব্রম্mho

৩. হ্ব: এটি অন্তস্থ ব এর মহাপ্রাণ রূপ। এর উচ্চারণ ইংরেজি v এর মতো। যেমন: বিহ্বল- বিউ vol্ , জিহ্বা- জিউva, আহ্বান- আওvan্

৪. হ্র: এটি রং এর মহাপ্রাণ রূপ। এর উচ্চারণ ইংরেজি rh এর মতো। যেমন: হ্রস্ব- rhoশো, হ্রাস- rhaশ্ ।

৫. হ্ল: এটি 'ল' এর মহাপ্রাণ রূপ। এর উচ্চারণ ইংরেজি lh এর মতো। 'ল' দুবার উচ্চারিত হয়। প্রথমবার অল্পপ্রাণ, দ্বিতীয়বার মহাপ্রাণ lh উচ্চারিত হয়। যেমন: আহ্লাদ- আল্ lhaদ্ , আহ্লাদি- আল্ lhaদি

🏠০৬। বাড়ির কাজ: উপরে আলোচিত নিয়মের আলোকে নিচে প্রদত্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ

নির্দেশ লেখো।

বাংলা দ্বিতীয় পত্রের জন্য আলাদা খাতা সংরক্ষণ করবে। সংরক্ষিত খাতায় উত্তর গুলো লিখে রাখবে।

বাড়ির কাজসহ উত্তরগুলো কলেজ খোলার পর দেখা হবে। টিউটোরিয়াল পরীক্ষার সাথে বাড়ির কাজ

গুলোর এর নম্বর মূল নম্বরের সাথে সমন্বয় করা হবে।

অজ্ঞ, অখ্যাত, অবজ্ঞা, অশ্বত্থ, অক্ষ, অনৈক্য, অন্যতম, অপরাহ্ণ, অভিনেতা, অভিলাষ, অভ্যস্ত, থেকে অশিক্ষিত, অসমাপিকা, অত্যন্ত, অত্যাচার, অধ্যাপক, অসীম, আত্মকর্ম, আনুষঙ্গিক, আবশ্যক, আহ্নিক, আহ্বান, আহ্লাদ, আবৃত্তি, উদ্বাস্তু ঈশ্বর,উজ্জীবন, উজ্জ্বল, উৎকণ্ঠিত, উপন্যাস, উপমা, উপর্যুক্ত, উহ্য, উদাহরণ, ঋষ্ট, একটি, একা, একতা, একাডেমি, একাকী, ঐকতান, ঐক্য, ঐতিহ্য, ঔষধ, ঔপন্যাসিক, কবিতা, কর। কতৃপক্ষ, ক্ষেত্রফল, খ্রিস্টাব্দ, খাদ্য, গণতন্ত্র, গ্রন্থকার, গ্রীষ্মকাল, গণিত, চিরন্তন, চিহ্নিত, চর্যাপদ, ছাত্রাবাস, জিহ্বা, বিখ্যাত, জলপ্রপাত, জনশ্রুতি, জ্ঞাতব্য, জ্যান্ত, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, গদ্যবিধান, তন্ময়, তিরস্কার, তত্ত্বাবধায়ক, দক্ষযজ্ঞ, দৈত্য, দায়িত্ব, দুঃসাহসিক, দুশ্চরিত্র, দূষিত, দৌরাত্ম, দ্রষ্টব্য, দীনবন্ধু, দুরন্ত, ধন্যবাদ, নাগরিক, নক্ষত্র, নিঃশর্ত, পরীক্ষা, পৈতৃক, প্রতিশ্রুতি, প্রণীত, প্রায়শ্চিত্ত, পুনশ্চ, প্রত্যক্ষ, প্রশংসা, প্রসঙ্গ, প্রশ্রয়, পুনঃপুন, পদ্য, প্রথম, প্রেতাত্মা, পরীক্ষিত, প্রজ্ঞা, পদ্ম, বিদ্বান, বক্তব্য, বয়োজ্যেষ্ঠ, ব্রহ্মপুত্র, বাসন্তী, বিজ্ঞান, বিস্ময়, ব্যতীত,বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞপ্তি, ব্রহ্মাণ্ড,ভস্ম, ভ্রষ্ট, ভ্রাতুষ্পুত্র, মন্তব্য, মনুষ্যত্ব, মন্ত্রী,মন, মর্যাদা, মনোমালিন্য,মৈত্রী,যক্ষ্মা,যজ্ঞ, যথাক্রমে, যৌক্তিক, যৌবন, রশ্মি, রাষ্ট্রপতি, লাবণ্য,লক্ষ্মণ, লক্ষ্য,লক্ষ্মী, লক্ষণ, শ্লেষ্মা, শাশ্বত, শিক্ষিত,শ্মশান, শ্রাবণ, শ্রেষ্ঠ, শুষ্ক, ষষ্ঠ, ষান্মাসিক, সভ্যতা, সংজ্ঞা, সংঘর্ষ, সমীকরণ, সর্বশ্রেষ্ঠ,সহস্র, সায়াহ্ন, সুষ্ঠু, সূর্যরশ্মি, স্বাক্ষর, সৃজনশীল, সাম্রাজ্য, স্বাগত, স্মর্তব্য, হাস্যকর, হিংস্র, হৃৎপিণ্ড, হৃদয়, হ্রদ, হ্রাস, হ্রস্ব।

আগামী পর্বে বাংলা শব্দের প্রমিত বানানরীতি আলোচনা করা হবে।

সবার নিরাপদ ও সুস্থ জীবন কামনা করছি।

Edit with WPS Office